দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণ করিতে কিংবা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিবার জন্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। অথচ এই ভাষায় আমাদের অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতা চোখে পড়ার মত। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হইতে পারে সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়োপযোগী। কিন্তু তাহার পরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকিয়া যায়।

আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী সবসময়ই বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে চালু রহিয়াছে। তথাপি অত্যন্ত দুঃখ ও হতাশার বিষয় হইতেছে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা ১২টি বছর ইংরেজী শিখিয়াও পরিপূর্ণভাবে তো দূরে থাক, মোটামুটিভাবেও ইংরেজীতে কথা বলিতে বা বুঝিতে অথবা শুদ্ধ করিয়া ইংরেজী লিখিতে পারিতেছে না। কিন্তু মাত্র ৩ মাসের 'ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কোর্স' করিয়াও অনেকে বেশ ভালভাবেই ইংরেজী বলিতে বা তাহা বুঝিতে পারিতেছে। ইহা হইতে মনে হয় আমাদের ইংরেজী ভাষা শিখাইবার পদ্ধতির মধ্যে কোন বড় ধরনের গলদ রহিয়াছে। আর এ দেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য শিক্ষকের অভাবের কথা তো সর্বজনবিদিত। স্কুল-কলেজগুলিতে যেভাবে ইংরেজী শিক্ষা দান চলিতেছে তাহাতে স্নাতক কেন, উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্তও যদি ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করা হয় তথাপি বিশেষ কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজীকে আবশ্যিক করিবার চাইতে নিম্ন শ্রেণী হইতেই সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে ইংরেজী ভাষা শিখাইবার উপর জোর দেওয়াই বোধহয় বেশী ফলপ্রসূ হইবে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানী-গুণী এবং বিজ্ঞজনদের চিন্তা-ভাবনা করিয়া সঠিক পথ নির্দেশদান করা একান্ত জরুরী এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

—মোহাম্মদ আমীর হোসেন, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।